ইস্তাম্বুল ঘোষণা

সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য কোলালাম্পুর ফোরামের মতাদর্শ

নাবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাথী ও অনুসারীদের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত ও শান্তি।

মতাদর্শ ও সভ্যতা সম্পর্কে কোলালাম্পুর ফোরামের দ্বারা প্রকাশিত এই ইস্তাম্বুল ঘোষণা হল ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ১৩-১৫ তারিখে ইস্তাম্বুলে আয়োজিত ফোরামের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত। উক্ত সম্মেলনের বিষয় ছিল "গণতান্ত্রিক রূপান্তর: ভিত্তি ও কৌশল"। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা গবেষক ও চিন্তাবিদগণ এবং তারা সেখানে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেই সাথে সাথে তারা আপসে বার্তালাপ ও পরস্পর পরস্পরের বিষয়ে মন্তব্য পেশ করেন, যার ফলে উপস্থাপিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও উক্ত বিষয়ের অধ্যয়ন পক্কতা লাভ করে। এই ঘোষণাতে স্থান পেয়েছে উপস্থিত গবেষক, চিন্তাবিদ ও ফোরামের সদস্যদের ঐক্যমত এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কীয় ফোরামের গৃহীত দৃষ্টিকোণ

উক্ত ঘোষণা নিম্নরূপ

কোলালাম্পুর ফোরামের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে,

- আল্লাহ মানুষকে ধর্ম, লিঙ্গ ও রঙ নির্বিশেষে সম্মানিত করেছেন এবং চয়ন করেছেন। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বলেন "আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে আবাদ করেছি স্থলে ও জলে, তাদেরকে প্রদান করেছি ভালো জিনিস এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপরে তাদেরকে দিয়েছি মর্যাদা"। অর্থাৎ সকল মানুষকে তার মানবতার জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।
- মানুষকে প্রদত্ত সম্মানের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হল স্বাধীনতা: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, প্রত্যয়ের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক চয়নের স্বাধীনতা। এই বিষয়ে আল্লাহর উপদেশ হল : দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছে। কেউ যদি মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে এবং এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাহলে সে এমন একটি হাতল ধারন করল যেটা কখনও ভেঙে যাবে না, আল্লাহ সর্ব শ্রতা ও সর্ব জ্ঞাতা।
- ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা স্বীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা হল যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে কে তাকে শাসন করবে তা নির্ণয় করা। ব্যক্তির অধিকার আছে যে, সে তার শাসককে তার কৃতিত্ব সম্পর্কে অবগত করবে। তাকে প্রশ্ন করবে এবং সরকারের জন্য অযোগ্য মনে করলে তাকে অপসারণ করার দাবি করবে।

- শাসন ক্ষমতা থাকবে জাতির হাতে। ইসলামী শাসনামলে শাসক চয়নের বিভিন্ন ধরণের মধ্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এবং তাতে দেখা গিয়েছে যে, দেশে তাদের শাসনের মূল প্রসঙ্গ থেকেছে।
- ফোরামের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন করার গণ-অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র হবে শাসনের রাজনৈতিক দর্শন, যেটাতে অন্তর্ভুক্ত আছে ইসলামী ভাবধারা আল-শুরার মূল আদর্শ।
- এই ফোরাম বিশ্বাস করে যে, সুশীল সমাজের প্রয়োজন আছে সমাজের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মাঝের বৈধ সম্পর্কের উপর আধারিত শিক্ষার। ফলে আইনের শাসনের জন্য রাষ্ট্রের দাবি হল যে, সুশীল সমাজের সর্বাঙ্গ সমস্ত সামাজিক কাজে ও তার প্রশাসনিক ব্যক্তি নির্বাচনে আইনকে শ্রদ্ধা করবে। নির্বাচনের স্বচ্ছ নীতিমালাকে সম্মান জানাবে স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও আইন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার মধ্যে ক্ষমতার আবর্তন ও হস্তান্তরের নীতিমালাকেও সম্মান জানাতে হবে। সেগুলির পরিচালকমণ্ডলীর বৈধ সময়কাল এবং তাদের প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক স্বচ্ছতার প্রতিও সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে।
- রাজনৈতিক কাজ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাকে প্রবর্তন করতে চায় এই ফোরাম এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরত থাকতে চায় হিংসাত্মক কাজ ও দুষ্কৃতিকিরণকে থেকে, যেটা সকল সমাজকে হিংসার দিকে ঠেলে দেওয়ার সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জনপ্রিয় বিকল্পকে অক্ষম করবে এবং সেটা সন্ত্রাসের ফাঁদে জড়িয়ে দিবে, যা তাদের সকল স্বাধীনতাকামী সকল ইচ্ছাকে ধ্বংশ করে দিবে এবং তাদেরকে অত্যাচারের শিকার বানিয়ে দিবে।
- সেই সাথে সাথে এই ফোরাম রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে মিলিটারি শক্তিকে বিয়োগ করার কাজকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মিলিটারির ভূমিকা নিশ্চিত করতে চায় এবং চায় নিজেদেরকে পরিচালিত করা এবং তাদের আত্মসম্মানের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে।
- এই ফোরাম রুপান্তরকামী গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, যাতে গণতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায় এবং তা থেকে উপকার হাসিল করা যায়। এর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন পরিবেশকে সমৃদ্ধ করা এবং সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা। এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে তুর্কি, তিউনিশিয়া ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতাকে। আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকেও প্রাধান্য দেওয়া হবে।
- ফোরাম মনে করে যে, আরব বসন্তের অভিজ্ঞতা আরবের জনগণের স্বাধীনতা কামনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কারণ সেখানেই প্রতিফলিত হয়েছে একটি গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা। তবে এই ক্ষেত্রে রূপান্তরটা হবে নিখুঁত ভিত্তি, ক্ষমতার আনুপাতিক ভাগদিারী এবং সঠিক কর্মকৌশলের উপর আধারিত রূপান্তর। স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির উপায় কেবলমাত্র গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু এই গণতন্ত্রকে সেই সকল শক্তিধররা সব সময় উপেক্ষা করতে থেকেছে যারা জাতী ও জনগণের স্বার্থের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। সেই সেই সাথে সাথে এই ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অবহেলাও এই অবস্থার জন্য দায়ী,

যারা প্রকাশ্য বা গোপনে ক্ষমতায় ভাগিদারীকে বাস্তবায়িত হওয়াকে পিছিয়ে দেওয়া ও বাধাপ্রাপ্ত করার জন্য অশুভ আঁতাত করছেন।

- এই ফোরামের সদস্যরা আহবান জানায় ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক হস্তান্তরকে গণ চেতনাতে রূপান্তরিত করার জন্য কাজ করার প্রতি, যেখানে জনগণের মধ্যে থাকবে সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাস, যেটা তারা সুদীর্ঘ আভিজাত্যপূর্ণ বিতর্কের পর লাভ করবে।
- এই ফোরাম অতীতের সমস্ত বিবাদকে মিটানোর জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাকে স্বাগতম জানায়, যাতে এই রূপান্তরের ফলে প্রাপ্ত ন্যায়ের মাধ্যমে ক্ষতি রুখে দেওয়া যায় এবং যারা দীর্ঘ কাল যাবত স্বৈরাচারিতার কারণে রাজনৈতিক বঞ্চনা ও বহিষ্কারের শিকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়।
- এই সম্মেলনে একটি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্তরের সমন্বয় সাধানের কর্মসূচী গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধিক দিকনির্দেশনা সহ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাঝে একটি ঐতিহাসিক সমন্বয় সাধন করা এবং এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেটা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের রাস্তা দেখাবে এবং সেটা বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে শক্তিশালী করার একমাত্র বিকল্প হবে, বাহিরাগত ক্ষেত্রে সভ্যতগত ভাগিদারীকে সক্ষম করবে এবং বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাবনাকে বিচ্ছিন্নতা ও অধীনতা থেকে মুক্ত করবে।
- এই সম্মেলনে সুশীল সমাজের সমর্থন, বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যেগুলি জনগণের সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত আছে। এর উদ্দেশ্য হল জনগণের নিকট পৌঁছানো, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং আপন আপন দেশে নিরাপদ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।
- এই সম্মেলনে আরো গুরুত্ব আরোপ করা হয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে যুবক ও নারী সমাজের অংশগ্রহণের প্রতি এবং বিভিন্ন দেশে তাদেরকে রূপান্তর, পরিবর্তন ও রাজনৈতিক চয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করার প্রতি।
- এই ফোরাম উন্নতি ও অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব রাজনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক আদর্শের নমনীয়তার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জনগণের প্রশ্নের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়ার কথা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, যাতে তাদের দাবি বুঝতে পারা যায় এবং সেই অনুসারে তাদেরকে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সময় তাদের উপযুক্ত সেবা করা যায়। বিভিন্ন প্রোগাম, বিভিন্ন আন্দোলন ও দলের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নমনীয়তার কথা মনে রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক প্রগতিকে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের শর্ত হিসাবে প্রবর্তন করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা, অধ্যয়ন ও গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে এই ফোরাম, যাতে স্বৈরাচারী রীতিকে অতিক্রম করা যায় এবং পুরাতন ধারণাকে সংশোধন করা যায় যেটা বর্তমান সময়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম

হবে এবং ইসলামের যে মূল্যবোধ মানবিক স্বাধীনতা, মর্যাদা, ন্যায় ও ভালো শাসনের সমর্থক তার পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

- ফোরামের আয়োজকগণ বিশ্বাস করেন যে, সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের অর্থ হল শক্তির হস্তান্তর এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বিভিন্ন দলভুক্ত সমাজের মধ্যে ক্ষমতার বিতরণ, যার মধ্যে থাকবে না কোন ধরণের রক্তপাত, সেনাবাহিনী আর না থাকবে সরকারের ক্ষেত্রে মিলিটারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কোন হস্তক্ষেপ। আর না থাকবে তাদের কোন ভূমিকা মহুমাত্রিক পরিকাঠামো গঠন, স্বচ্ছতা সৃষ্টি, মিল বন্ধন ও অন্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও।

উক্ত উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এই ফোরাম নিম্নের বিষয়ের প্রতি আহবান জানায়

প্রথম: অফিসিয়াল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

- শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা করা, স্বৈরাচারিতা ও স্বৈরাচারী শাসককে প্রত্যাখ্যান করা এবং গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী শাসনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
- ক্ষমতার গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরকে গ্রহণ করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সম্মান জানানো।
- জনগণ, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্ভ্রান্ত দল, সুশীল সমাজ দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসের সেতু নির্মাণ করা।
- শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের আলোচনাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে যুক্ত করা।
- বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবনা ও সংস্কৃতিকে যুক্ত করা।

দ্বিতীয়: বিদ্বান ও প্রচারকমণ্ডলী

- গণতন্ত্রকেন্দ্রীক বিবাদের অবসান ঘটানো এবং এমন একটি শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারনের ক্ষেত্রে পরামর্শ করার আদর্শের অনুকুল হবে।
- একনায়কতন্ত্র ও অন্যায়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক শাসনের দিকে আহবান করা, জনগণের প্রতি অত্যচার করা থেকে বিরত থাকা এবং আরব বসন্তের মোকাবেলা করা।
- গণতন্ত্র, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক হস্তান্তর, ক্ষমতার নিপীড়নের স্থানে জনগণের জয়, ক্ষমতার গোপন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপকারী বুদ্ধিজীবী ও পক্ষ সমর্থকদের পুনর্বিবেচনা করা।
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তর, তাদের বৈধ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পৃক্ত রাজনৈতিক বৈধতা বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়: বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন দল ও সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন

- সুশীল সমাজকে পুনরায় সক্রিয় করা যাতে তারাও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেণ, কারণ কোন একটি দল বা সংগঠন রূপান্তরের এই কাজে সফল হতে পারবে না যতক্ষণ না এই রূপান্তরকে একটি সক্রিয় ও উপকারী সুশীল সমাজ সমর্থন না করবে। বিভিন্ন স্তরের বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে একটি মিল বন্ধনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এই ফোরাম এবং তাদের ও রাজনৈতিক বিশেষ ব্যক্তিত্বের মাঝের দূরত্বকে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিও গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যারা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকেন।

- বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনকে তাদের আভ্যন্তরীণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যক্রমের আদর্শকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দেয় এই ফোরাম। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়েও তাদেরকে একই উপদেশ দেয় এই ফোরাম। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে এই ফোরাম, যাতে তাদের নেতৃত্ব পালাক্রমে আবর্তন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ে একাধিপত্যের অবসান ঘটানো যায়। এমনটা হলে রাজনৈতিক দিশা নির্ধারণে সকলেই অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবে।
- রাজনৈতিক দলের গঠন, আন্দোলন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সংস্কৃতির প্রবর্তন ও প্রচার করা।
- গণতান্ত্রিক শাসন, আরব বসন্তের ফলাফলের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং স্বৈরাচারিতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ইত্যাদিকে ফিরে আনার জন্য ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বকে সহযোগিতা করাকে নিশ্চিত করা।
- আরব বসন্তের বিরুদ্ধে আঘাতের ফলে যা ঘটছে সেটাকে শেষ কথা মনে না করে সেটাকে একটি ঘটনা মনে করা, যেটা জাতীর বাস্তব অবস্থার আলোকে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আমাদের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাও সেই একই কথা বলে।

চতুর্থ: ইসলামী আন্দোলন

- ইসলামী আন্দোলন যত আছে তাদের রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ও সাংগঠনিক প্রকল্পের সমস্ত দিকের পূর্ণ পর্যালোচনা আবশ্যক।
- সর্বক্ষেত্রে শুরার আদর্শের উপর আধারিত গণতন্ত্রকে একটি শাসন পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ, অন্যান্যকে গ্রহণ, শাসনের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রতি আত্মবিশ্বাস, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ইত্যাদির ঘোষণা করা। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রূপান্তর, ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ ইত্যাদির জন্য বিনিয়োগ করা এবং অবশেষে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা- এমন নীতি গ্রহণ না করা।
- ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক হস্তান্তরকে গ্রহণ করা এবং কাজ করার ক্ষেত্রেও এমন আদর্শকে মেনে চলা, যাতে আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তির জন্য কতটা নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ শিবির প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যায়।
- ইসলামী আন্দোলনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে, যাতে যুক্ত থাকবে কতদূর পর্যন্ত গণতন্ত্র, ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রূপান্তর ইত্যাদির প্রতি আস্থা রাখা যাবে সে বিষয়টাও। নেতিবাচক ও দ্বিধাযুক্ত বিষয়গুলির সংস্কার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাস করার ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সেই অনুসারে ভাবনা গঠন করতে হবে, কারণ সেটা হবে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক হস্তান্তরকে গ্রহণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়।

পঞ্চম: আরব ও ইসলামী জনগণ

- গণতন্ত্রকে সমর্থন, গণতান্ত্রিক শাসন, জনগণের চয়ন হিসাবে গণতান্ত্রিক রূপান্তর ইত্যাদী বিষয়কে সমর্থন করার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য কী মুল্য দিতে হবে সেটা ভাবার প্রয়োজন নেই। তুর্কী সেনারা ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টার সময়ে জনগণ যে ভূমিকা পালন করে ছিল সেটা এই ক্ষেত্রে একটি আদর্শ হতে পারে।

- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অত্যাচারের শেষ সীমা পর্যন্ত জনগণ অটল থাকবে এবং গণতান্ত্রিক স্বপ্নকে উপেক্ষা করার জন্য যা ঘটছে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, বরং তারা তাদের অধিকারকে সমর্থন করবে এবং আরব বসন্তের ফলাফল পাওয়ার জন্য হতাশ হবে না।
- রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সরকার চয়ন করার অধিকার, তাকে নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি রাখার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- তুর্কী ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে উপকার গ্রহণ করতে হবে। সেটা করতে হবে আপন আপন দেশের সমাজ ও দেশের অবস্থার নিরিখে, যাতে সুশীল সমাজের ভূমিকাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা যায়, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনি কাজকে শক্তিশালী করা যায় এবং চয়ন করার অধিকারকে নিশ্চিত করা যায়, যেমনটা সাম্প্রতিক তুর্কী ও মালয়েশিয়া নির্বাচনের সময় হয়েছে।